মেহেরপুরের তেল পাম্প পরিদর্শনে এমপি তাজউদ্দিন খান

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও ছায়া মন্ত্রিসভায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী তাজউদ্দিন খান জ্বালানি সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং কৃত্রিম সংকট রোধে তেল পাম্প পরিদর্শন করেছেন।

শনিবার সকালে তিনি মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন তেল পাম্প পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি পাম্প মালিক ও ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সার্বিক জ্বালানি সরবরাহ পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

পরিদর্শনকালে তাজউদ্দিন খান জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন এবং কোনো ধরনের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করতে সতর্ক করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর শূরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম, সাবেক ছাত্রনেতা খালেদ সাইফুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

গ্রাহকদের ধৈর্যের সঙ্গে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি মোকাবেলার আহ্বান এমপি তাজউদ্দিন খানের

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মো. তাজউদ্দিন খান বলেছেন, বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক সংকট চলছে, যা মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে সংসদে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে এবং আজকের মতবিনিময় সভার মাধ্যমে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়েছে।

তিনি বলেন, “আমাদের চাহিদার তুলনায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ কম বিদ্যুৎ পাচ্ছি। যার ফলে গ্রাহক পর্যায়ে লোডশেডিং হচ্ছে। তাই গ্রাহকদের অনুরোধ করবো, এই সময়টা ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবেলা করতে। আশা করি, স্বল্প সময়ের মধ্যেই এই সংকট কেটে যাবে।”
শনিবার দুপুরে মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তাজউদ্দিন খান আরও বলেন, “সবচেয়ে বড় সুখবর হলো, ঈশ্বরদীর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে জাতীয় গ্রেড সংযোগ শিগগিরই চালু হবে। মে মাসে চালুর কথা থাকলেও, জিএম মহোদয়ের মাধ্যমে জানতে পেরেছি, এটি জুলাই-আগস্টের মধ্যে সংযুক্ত হতে পারে। এই সংযোগ হলে মেহেরপুরবাসী শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধা পাবে বলে আশা করা যায়।”

সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) স্বদেশ কুমার ঘোষ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোঃ শফিউদ্দিন আহমদ, এজিএম (প্রশাসন) মোহাঃ জাকির হোসেন, জেলা জামায়াতে ইসলামীর শূরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম, সাবেক ছাত্রনেতা খালেদ সাইফুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন, চিকিৎসায় আন্তরিকতা ও রোগীদের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান

স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন, চিকিৎসা সেবায় আন্তরিকতা এবং রোগীদের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ তাজউদ্দিন খান।

তিনি বলেন, কোনো রোগী যখন ডাক্তারের কাছে যায়, তখন সে মনে করে

তাকে ঠিকভাবে দেখা হয়নি। আবার চিকিৎসকরা যখন ২৪ ঘণ্টা সেবা দিয়ে যান, তখন তারা মনে করেন তারা যথাযথ চিকিৎসা দিচ্ছেন। এই দূরত্ব কমাতে পারস্পরিক বোঝাপড়া জরুরি।

তিনি আরও বলেন, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে যেখানে ১৭৭ জন চিকিৎসক থাকার কথা, সেখানে বর্তমানে আছেন মাত্র ২৫ জন। এছাড়াও অন্যান্য জনবলেরও সংকট রয়েছে। “এই সীমিত সম্পদই আমাদের পুঁজি এই পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে সর্বোত্তম সেবা দেওয়া যায়, সে বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে,” যোগ করেন তিনি।

শনিবার (২৫ এপ্রিল) সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের হলরুমে চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মোঃ সাজ্জাদ হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য তাজউদ্দিন খান।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএমএ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ডা. এম এ সালাম, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সূরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মতবিনিময় সভায় হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাবনা এবং সেবার মানোন্নয়নে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

মুজিবনগরে বাথরুমে রাখা বালতিভর্তি পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাথরুমে রাখা বালতিভর্তি পানিতে ডুবে ইব্রাহিম ইবনে আরিয়ান নামের দুই বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

আজ শনিবার (২৫ এপ্রিল) সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার দারিয়াপুর খান কালিতলা মোড় এলাকায় মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটে।

শিশু আরিয়ান একই এলাকার শরিয়ত হোসেন দুদুর ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় শিশুটি বাড়ির ভেতরে খেলা করছিল। পরিবারের সদস্যদের অগোচরে সে বাড়ির বাথরুমে ঢুকে পড়ে। সেখানে পানিভর্তি একটি বালতির মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে গেলে শিশুটি আর উঠতে পারেনি। বেশ কিছুক্ষণ তাকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে তার মা বাথরুমে উঁকি দিয়ে দেখতে পান বাথরুমে থাকা পানি ভর্তি বালতির মধ্যে শিশুটি ডুবে আছে। তাকে নিথর অবস্থায় উদ্ধার করে দ্রুত মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

ছোট্ট আরিয়ানকে হারিয়ে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মুজিবনগরে সম্প্রীতি চর্চা ও মাদক থেকে দূরে রাখতে তরুণদের মাঝে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামে তরুণদের মধ্যে সম্প্রীতির চর্চা জোরদার করা এবং মাদক ও ডিজিটাল আসক্তি থেকে দূরে রাখতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পিএফজি (পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ) সমন্বয়কারী মো. ওয়াজেদ আলি খানের নিজস্ব উদ্যোগে গতকাল শুক্রবার বিকেলে এক ক্রীড়া আয়োজন ও ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল তরুণদের মাঠমুখী করা এবং খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা। বর্তমান সময়ে স্মার্টফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার ও মাদকের ঝুঁকি তরুণ সমাজকে উদ্বেগজনক অবস্থায় ফেলেছে। এমন প্রেক্ষাপটে

রশিকপুর গ্রামের তরুণদের সুস্থ বিনোদনের দিকে আকৃষ্ট করতে এ আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী তরুণদের মাঝে নতুন জার্সি, প্যান্ট ও ফুটবল বুট বিতরণ করা হয়। পরে গ্রামের মাঠে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়, যা উপস্থিত সবার মাঝে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে। নতুন ক্রীড়াসামগ্রী পেয়ে খেলোয়াড়দের মাঝে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়।

পিএফজি সমন্বয়কারী মো. ওয়াজেদ আলি খান বলেন, “আমাদের তরুণদের মাঝে কেবল সম্প্রীতির বার্তা দিলেই হবে না, বরং তাদের মাঠে নামিয়ে সম্প্রীতির চর্চা করাতে হবে। খেলাধুলা মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে এক হওয়ার সুযোগ করে দেয়। তারা যেন ডিভাইসের নেশা ও মাদকের মরণছোবল থেকে দূরে থেকে সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে, সেই লক্ষ্যেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।”

অনুষ্ঠানে স্থানীয় এলাকাবাসী উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেন এবং এমন উদ্যোগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আহ্বান জানান। অভিভাবকরাও মনে করেন, এ ধরনের কার্যক্রম তরুণদের বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করে সমাজে শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

দিনে গড়ে বিদ্যুৎ থাকছে ১০ থেকে ১১ ঘন্টা

মেহেরপুরের পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন এলাকাগুলো ২৪ ঘন্টায় ১০ থেকে ১১ ঘন্টা বিদ্যুৎ পাচ্ছে গ্রাহকরা। বাকি ১৩ থেকে ১৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকছে।

একদিকে ভ্যাপসা গরম এর সাথে যোগ হয়েছে বিদ্যুতের লোডশেডিং। সবমিলিয়ে গ্রামাঞ্চলের মানুষের জনজীব বিষন্ন হয়ে পড়েছে।

সরকারিভাবে খুব বেশি বিদ্যুতের সমস্যা না দেখালেও মেহেরপুর পল্লী

বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে সজাগ থাকতে হবে। সংকট সমাধানে সরকার কাজ করছে।
‎

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মতিয়ার রহমান জানান উপজেলা প্রশাসনের সাথে আলোচনা করে কৃষকদের ডিজেল কার্ডের আওতায় আনা হয়েছে এবং কার্ড অনুযায়ী কৃষকরা জ্বালানি সরবরাহ করছে।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার স্বদেশ কুমার ঘোষ বলেন, গরম পড়লে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ে। বর্তমানে মেহেরপুর জেলা চাহিদার ৫০ শতাংশও পাচ্ছি না। যার ফলে এভাবে লোডশেডিং দিতে হচ্ছে। তিনি বলেন, আবাহাওয়া ঠাণ্ডা হলে বিদ্যুতের চাহিদা কমে যায়, তখন লোডশেডিং করা লাগে না। ’

মেহেরপুরে মুরগির দাম কমলেও অস্থির সবজি বাজার

সরবরাহ কমসহ নানা অজুহাতে মেহেরপুরের বাজারে এখনো চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে বেশিরভাগ সবজি। অধিকাংশ সবজির দাম ৫০ থেকে ৮০ টাকার ওপরে থাকায় সাধারণ ক্রেতারা স্বস্তি পাচ্ছেন না। যদিও কিছুটা কমেছে মুরগির দাম।

গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুরের বড় বাজার ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।

বড় বাজারের কাঁচাবাজারে প্রতি কেজি বেগুন ৮০ টাকা, পটল ৬০ টাকা, ফুলকপি ৬০ টাকা, শশা ৬০ টাকা, পেঁপে ৪০ টাকা, কচু ৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। প্রতি আটি লাল শাক ২০ টাকা এবং কলা প্রতি পিস ৩০ টাকা। কাঁঠালের এক ফালি বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকায়। গত সপ্তাহে কচু ছিল ৮০ টাকা এবং বেগুন ৯০ টাকা, যা এখন কিছুটা কমেছে।

মসলাজাতীয় পণ্যের মধ্যে কাঁচা মরিচ খুচরা বিক্রি হচ্ছে ১৫০ টাকা কেজি , পেঁয়াজ ৩০ টাকা, দেশি রসুন ৮০ টাকা, আদা ১৫০ টাকা এবং আলু

২০ টাকা কেজি।

পাইকারি বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় খুব বেশি পরিবর্তন নেই। আলুর দাম ১৩ টাকা কেজি অপরিবর্তিত রয়েছে। দেশি পেঁয়াজ ২৮ টাকা থেকে বেড়ে ৩০ টাকা হয়েছে। রসুন ৫৫ টাকা কেজি অপরিবর্তিত রয়েছে। কাঁচা মরিচ ৩০ টাকা কেজি এবং আদা ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

বাজারে কেনাকাটা করতে আসা নন্দ সরকার বলেন, কিছু সবজির দাম কমলেও মোট খরচ কমছে না। একটার দাম কমলে আরেকটার বাড়ে।

আরেক ক্রেতা জানান, বেগুন, কাকরোলসহ অনেক সবজির দাম এখনো বেশি। পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী সব কিনতে গেলে হিসাব মেলানো কঠিন।

সাইদুর বলেন, আগে যে টাকায় কয়েকদিনের বাজার করা যেত, এখন তা একদিনেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।
সাগর মন্ডল বলেন, দাম কমার কথা শুনে এসেছিলাম, কিন্তু বাস্তবে তেমন সুবিধা পাইনি। বড় পরিবারের জন্য এই বাজার সামলানো কঠিন।

বিক্রেতারা জানান, বাজার মোটামুটি স্থিতিশীল থাকলেও সরবরাহ কম থাকায় দাম পুরোপুরি কমছে না। স্থানীয় চাষিরা বেশি লাভের আশায় অন্য জেলায় সবজি পাঠাচ্ছেন, যার প্রভাব পড়ছে মেহেরপুরের বাজারে।

সবুজ ভান্ডারের ব্যবসায়ী হাফিজুর রহমান বলেন, আগের মতো ব্যবসা নেই। এখন এক দিনের বিক্রি সাত দিনে হয়। পরিবহন খরচ একই থাকলেও বাইরে পাঠিয়ে চাষিরা বেশি লাভ পাচ্ছেন।

হুজাইফা নামে আরেক বিক্রেতা বলেন, বাজারে চাহিদা থাকলেও বিক্রি কম। বেশিরভাগ সবজির দাম এখনো বেশি।

অন্যদিকে, বাজারে ব্রয়লার ও সোনালি মুরগির দাম কিছুটা কমেছে। সোনালি মুরগি প্রতি কেজি ৩০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যা গত সপ্তাহে ছিল ৩৫০ টাকা। ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে ১৮০ থেকে ১৯০ টাকার মধ্যে, যা আগে ছিল ২০০ টাকা।

তবে লেয়ার মুরগির দাম বেড়ে প্রতি কেজি ৩৬০ টাকা হয়েছে, যা গত সপ্তাহে ছিল ৩২০ টাকা। দেশি মুরগি বিক্রি হচ্ছে ৬৮০ টাকা কেজি দরে।

গাংনীতে লোডশেডিংয়ে বিক্রি কমেছে মাছ ও মাংসের

একদিকে জ্বালানি সংকট অপরদিকে লাগাতার লোডশেডিংয়ে বিক্রি কমেছে মাছ ও মাংসের। বিপরীতে বেড়েছে দাম।

এদিকে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সন্ধ্যা ৭টায় দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জেলার ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা। ব্যাবসায়ীরা বলছেন তাদের পণ্য বিক্রি কমেছে প্রায় ৩০ শতাংশ।

ব্যাবসায়ীরা বলছেন,জ্বালানি ও বিদুৎ সংকটে বিক্রি কমেছে প্রায় ৩০ শতাংশ। সেই সাথে মহাজনদের কাছ থেকে কিনতে গুনতে হচ্ছে বাড়তি টাকা।

ক্রেতারা বলছেন, সারাদিনে ৮ থেকে ১০ ঘন্টা বিদুৎ থাকছে না। আবার যখন বিদুৎ পাচ্ছি তার স্থায়ীত্ব হচ্ছে কখনও আধা ঘন্টা কখনও এক ঘন্টা। যার ফলে ফ্রিজে থাকা মাছ,মাংশ এমনিতেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এজন্য মাছ মাংশ কেনা কমিয়ে দিয়েছেন তারা।

মাছ বিক্রেতা মন্টু মিয়া বলেন, আর বইলেন না ভাই, বাজারে এখন আর বড় মাছ কেও কিনতে চাইছে না। ৩ থেকে ৫ কেজি ওজনের মাছ বিক্রি নাই বললেই চলে। কারন হলো কারেন্ট না থাকা। ৫ কেজি ওজনের বড় মাছ তো আর একদিনে খাওয়া যায় না। ফ্রিজে রেখে বেশ কয়েকদিন ধরে মানুষ খাই। আর কারেন্ট না থাকাই ফ্রিজে কোন কিছু রাখলে তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে মানুষ মাছ কেনা কমিয়ে দিয়েছে।

মাছ বিক্রেতা জামাল হোসেন বলেন, আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী বামন্দী বাজারে প্রায় একশজনের মত মাছের ব্যাবসার সাথে জড়িত। সপ্তাহ দেড়েক ব্যাবধানে হঠাৎ করে সকলের ৩০ শতাংশ মাছ বিক্রি কমে গেছে। মাছের দাম বেড়ে গেছে। আর বিদুৎ না থাকাই মানুষ মাছ কিনে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে ফ্রিজে রেখে রেখে ধীরে শুস্তে খাবে সে পরিস্থিতি নেই। বরং ফ্রিজে যা রাখা আছে তাই নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে খেয়ে ফেলতে হচ্ছে।

মাংস বিক্রেতা জাহিদ বলেন, হঠাৎ করেই বাজারে মাংস বিক্রি কমে

গেছে। মানুষের ফ্রিজে যে মাংস আছে এখন সেগুলো খাওয়াতে ব্যাস্তো। কারেন্ট না থাকাতে ফ্রিজে থাকা যতো মাছ মাংশ আছে সেগুলো নষ্ট হওয়ার ভয়ে সব খাচ্ছে।

মাছ চাষি সম্রাট আহমেদ বলেন,প্রচন্ড রোদ ও তাপের কারনে পুকুরের পানি শুকিয়ে যাচ্ছে। স্যালো ইঞ্জিন দিয়ে পানি দেবো সে পরিস্থিতিও নেই। তেল সংকট। আবার বিদুৎতের লোডশেডিং। পুকুরে পানি কম থাকাই মাছ মরে যাচ্ছে। অথচ মাছ ব্যাবসায়ীদের বলছি মাছ নিয়ে যেতে। তারা বলছে হাটে মাছ বিক্রি নাই। আমি মাছ নিয়ে এক রকম বিপদের মধ্যে আছি।

মাছ ক্রেতা প্রবাসী সোহাগ আলী বলেন,আমি তিন বছর পর ছুটিতে দেশে আসছি। দেশে এসে দেখি যেমন গরম পড়ছে। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে লোডশেডিং। আজ বাজারে এসে পাঁচ কেজি ওজনের একটা কাতলা মাছ দেখে খুব লোভ হলো মাছটি কিনবো। বাড়িতে গিন্নির কাছে ফোন দিয়ে মাছটি নেবো কিনা জিজ্ঞেস করতেই। বলে দিলো বড় মাছ নিতে হবে না। কারেন্ট থাকছে না। ফ্রিজে রাখলেও মাছ নষ্ট হয়ে যাবে।

বামন্দী বাজারে মাংস কিনতে আসা হোটেল ব্যাবসায়ী ইয়ারুল ইসলাম বলেন, আমাদের হোটেলের ব্যাবসা। একেকদিন একেকরকম বেচাকেনা হয়। আমাদের ফ্রিজে সবসময় কেজি পাঁচেক মাছ-মাংস রেখে দিতে হয়। যেদিন চাহিদা বেশি থাকে ফ্রিজ থেকে বের করে রান্নার জন্য রেডি করি। অথচ সপ্তাহ খানেক ধরে কারেন্টের যে অবস্থা, ফ্রিজ ঠান্ডা হওয়ার আগেই কারেন্ট চলে যাচ্ছে। যার ফলে ভিতরে থাকা সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

গাংনী পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসের ডিজিএম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেন, আমাদের এলাকায় প্রয়োজন প্রায় ১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। কিন্তু বর্তমানে আমরা পাচ্ছি মাত্র ৪ মেগাওয়াট। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় লোডশেডিং করতে হচ্ছে।

মেহেরপুরে প্রতারণার অভিযোগ

রুবেল-ইমা দম্পত্তির বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুরে ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা প্রতারণার অভিযোগ আদালতের তানিশা ইয়াসমিন ইমা ও তার স্বামী রুবেল শেখের বিরুদ্ধে মামলা করেছে নারী উদ্যোক্তা রেহেনা খাতুন।

গত ১৫ এপ্রিল রেহেনা খাতুন মেহেরপুর সদর আমলী আদালতে হাজির হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। যারমামলা নম্বর-৩৭৩/২০২৬। মামলাটি আমলে নিয়ে আগামী ৬ জুলাই আসামিদের আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করেছেন বিচারক।

আসামি মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ার রুবেল সেখ ও তার স্ত্রী তানিশা ইয়াসমিন।

মামলার এজাহারে বাদির অভিযোগ, আসামীদের ব্যবসার জন্য টাকার প্রয়োজন হলে আসামীরা আমার নিকট টাকা কর্জ (ঋণ) চাইলে সরল বিশ্বাসে টাকা দিতে রাজী হলে আসামীরা সাক্ষীদের সম্মুখে আমার নিকট হইতে গত ০৯/১১/২০২৫ তারিখে নগদ ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা গ্রহণ করে । এবং ৯০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করবে বলে তিনশ টাকা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিনামা সম্পাদক করে দেয়। টাকা পরিশোধের জন্য ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক মেহেরপুর শাখার ৪ লাখ ২৫ হাজার একটি চেক প্রদান করে। যার চেক নং- FSIB MSO D-৬৪৫৩৭৮৬, হিসাব নং- 021912200007019। ৯০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর চেক নগদায়নের জন্য বাংকে জমা দিলে ব্যাংক থেকে বলা হয় হিসাবে কোন টাকা নেই এবং যার নামে চেক হিসাবও তার নামে বলে ব্যাংক ফিরিয়ে দেয়। তখন আমি আসামীদের সাথে যোগাযোগ করলে আসামীরা বিভিন্ন ছলচাতুরী করে আজকাল করে ঘুরাইয়া নিয়া বেড়াইতে থাকে। অবশেষে ঘটনার তারিখে সাক্ষীদের নিয়ে আসামীদের বাড়ী গিয়ে পাওনাকৃত টাকা চাইতে গেলে আসামীরা ক্ষিপ্ত হইয়া বলে তোমার টাকা দিবনা যা পার করে নিও। এবং বলে পুনরায় টাকা চাইতে আসলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।

ডায়াগনসিসে যক্ষা নেই, ক্লিনিক্যালি দিলেন যক্ষার চিকিৎসা !

মেহেরপুর বক্ষব্যাধি ক্লিনিকের কনসালটেন্ট ডা. মোহসীনা ফেরদৌসী মিষ্টির বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসা ও অসদাচারণের অভিযোগ তুলেছেন রোগীর অভিভাবক। তবে চিকিৎসকের দাবি তিনি ভুল চিকিৎসা করেননি।

জানা গেছে, মেহেরপুর হোটেল বাজার এলাকার মাহবুব ই রসুল মিন্টুর ১৩ বছর বয়সী ছেলে তৌসিফ আহমেদ রায়ান গত বছরের অক্টোবর মাসে বাম পায়ের উরুতে (এ্যাবসেস) একটি ফোঁড়ায় আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত হলে তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সার্জারী কনসালটেন্ট মো: শহিদুল ইসলামের কাছে চিকিৎসা করান। তিনি রায়ানের সার্জারি করেন এবং রাজশাহী আইসিডিডিআর’বি তে মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস কমপ্লেক্স (যক্ষা) পরীক্ষা করান। সেখানে জেন এক্সপার্ট আল্টা রেজাল্টে যক্ষ নেগেটিভ আসে এবং রিফ রেজিস্টেন্স ও এমটিবি বার্ডেন পজেটিভ আসে। তিনি মেহেরপুর বক্ষব্যাধি ক্লিনিক থেকে চিকিৎসার জন্য পরামর্শ দেন।

বক্ষব্যাধি ক্লিনিকের ভারপ্রাপ্ত কনসালটেন্ট ডা. মোহসীনা ফেরদৌসী মিষ্টি ক্লিনিক্যালি ডায়াগনসিসে যক্ষা সন্দেহে তাকে ৬ মাসের যক্ষা চিকিৎসা শুরু করেন। ৫ মাস ১০ দিন ওষুধ খাওয়ার পর পুনরায় রাজশাহীর চিকিৎসক শহিদুল ইসলামের কাছে ফলোআপ চিকিৎসা্ নিতে গেলে তিনি অভিভাবককে বলেন, তার যক্ষা ডিটেকটিভ হয়নি তবে কেন যক্ষা চিকিৎসা করানো হলো এবং চিকিৎসক ভুল চিকিৎসা দিয়েছেন।

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে রোগীর অভিভাবক মিন্টু পুনরায় মেহেরপুর বক্ষব্যাধি ক্লিনিকে গেলে চিকিৎসক মোহসীনা ফেরদৌসী মিস্টি তার সাথে অসাদচারণ করেন এবং বলেন তার চিকিৎসা কোন ভুল নেই।

রোগীর বাবা মাহবুব ই রসুল মিন্টু অভিযোগ করে বলেন, ‘রাজশাহীর আইসিডিডিআর’বি থেকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যক্ষা হয়নি। মেহেরপুরে যক্ষা হাসপাতাল ভুল চিকিৎসা দিয়েছে। আমি এটার ডাক্তারকে বলতে গেলে তিনি খারাপ আচরণ করেন।’

অভিযুক্ত মেহেরপুর বক্ষব্যধি ক্লিনিকের ভারপ্রাপ্ত কনসালটেন্ট

মোহসীনা ফেরদৌসী মিস্টি বলেন, ‘অনেক সময় ডায়াগনসিসে যক্ষা ধরা পড়েনা। আমরা রোগীর ক্লিনিক্যাল টেস্ট করে যক্ষা সনাক্ত করি। যক্ষা পজেটিভ সন্দেহে তাকে আমরা যক্ষা চিকিৎসা্ দিয়েছি। এখানের চিকিৎসার কোন ভুল নেই। অভিবাবকের সাথে খারাপ আচরণের বিষয়ে তিনি বলেন, এ অভিযোগ সত্য নয়।’

এ বিষয়ে ব্র্যাক যক্ষা বিষয়ক প্রকল্পের কর্মকর্তা অচিন্ত্য কুমার দাস বলেন, ‘আমরা কোন চিকিৎসা দিই না । আমরা চিকিৎসা ঠিক মত পাচ্ছে কি না, রোগী কেমন আছে শুধুমাত্র এগুলো পযর্যবেক্ষণ করি।’

তবে এ ব্যাপারে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ বলেন, ‘অনেক সময় ডায়াগনসিসে যক্ষা ধরা পড়েনা। চিকিৎসক রোগী দেখে ক্লিনিক্যালি টেস্টের মাধ্যমে যক্ষার চিকিৎসা দিতে পারেন। এক্ষেত্রে হয়তো তাই হয়েছে। তবে অভিভাবকের চিন্তিত হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে এতদিন উচ্চ মাত্রার ওষুধ সেবনে কোন ক্ষতি হতে পারে কি না প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সব ওষুধের কমবেশি পার্শপ্রতিক্রিয়া আছে। তবে এতে জটিল কোন সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা কম।’